থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-16

Editor

Bivash Bishnu Chowdhury

Title: শিল্পী সফিউদ্দিন ও তাঁর ছাপচিত্র [*Shilpi Shafiuddin O Tar Chapcitra*]
Author(s): Rabindranath Das
Published: 23 December 2016
শিল্পী সফিউদ্দিন ও তাঁর ছাপচিত্র © 2016 by Rabindranath Das is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 4, Issue 7-8, 2016

Autumn Edition
September-October

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

শিল্পী সফিউদ্দিন ও তাঁর ছাপচিত্র

------ রবীন্দ্র নাথ দাস
পি. এইচ. ডি রিসার্চ স্কলার,
ছাপচিত্র বিভাগ, কলা ভবন,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

শিল্পী যে এক স্বাধীন স্বত্বা, শিল্পকলা যে এক কোথাও থেমে না থাকা সচলতা, শিল্পকলায় যে পুরাতনের দাসত্ব, সাবেকের অন্ধ অনুকরণ চলেনা, এর যে একটি মাত্র নিশ্চল ও বাধ্য পাঠ নেই এবং বিস্ময়ের নব নব উন্মোচন ঘটিয়ে সেই নতুন দেখায় শিল্পী যে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন, এমন মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের গল্পে, উপন্যাসে, নিবন্ধে আমরা পাই। পাই স্বাধীন শিল্পীর আদর্শ চরিত্র যে দেশ কালকে আত্মস্থ করে স্বধীন সত্বাকে প্রকাশ করে। সফিউদ্দিন আহমেদ তেমনই একজন শিল্পী। আধুনিক কালের এই মহৎ শিল্পী বাংলাদেশের ছাপাই এবং চিত্রশিল্পে ভিত্তি গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন শিল্পের একনিষ্ঠ সাধনায়।

ডঃ আব্দুস সাত্তার তাঁর 'বাংলাদেশের শিল্পী ও শিল্প' গ্রন্থে শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে লিখেছেন,

> সোনা, হীরা কিংবা মুক্তার রূপ কেমন, এসবের মূল্য এবং গুরুত্বই বা কতটা সবই অজানা থেকে যেত যদি আনুসন্ধানী মানুষ খনি কিংবা সাগরের গভীর তলদেশ থেকে এগুলোকে উত্তোলন না করতেন। সোনা, হীরা কিংবা মুক্তা উত্তোলন করে যাঁরা জনসম্মুখে উপস্থিত করেন, তাঁরা সার্থক এবং অসাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেচিত। সুতরাং সোনা, হীরা, মুক্তা এবং এসবের উত্তোলনকারী সৌন্দর্য

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

> পিয়াসী মানুষের কাছে সমানভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রখ্যাত শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ এমনই একজনের নাম, যার গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব হতোনা যদি কবি ও লেখক মাহমুদ আল জামান সোনা, হীরা কিংবা মুক্তা অনুসন্ধান এবং আহরণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হতেন। তিনি গবেষকের মতো নিষ্ঠায় শিল্পী সফিউদ্দিনের বিচরণ ভূমির সর্বত্র সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি বিস্তৃত করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ ছেঁকে তুলে এনেছেন শিল্পানুরাগী অগণিত মানুষের জন্য (৭৩)।

শিল্পী সফিউদ্দিন নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালবাসতেন। তিনি নিজে কেন সকলের জ্ঞান কিংবা বোধের বাইরে থেকে যেতেন সে সম্পর্কে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'সফিউদ্দিন আহমেদ' নামক গ্রন্থে মাহমুদ আল জামান লিখেছেন,

> আমাদের কালের এক বড় মাপের চিত্রকর সফিউদ্দিন আহমেদ। নিভৃতচারী এবং প্রচ্ছন্নে থাকা মানুষ তিনি। খুব সহজ-সরল এবং স্বচ্ছন্দ। কিন্তু ব্যক্তিত্বের ধরণে এমন এক ঋজুতা আছে যার কারণে তাঁকে অন্য দশজনের চাইতে সতন্ত্র বলে আমরা শনাক্ত করতে পারি। সাধারণ পাঁচজনের মতো নন। শিল্পিত জ্ঞানে, পরিশীলিত রুচিতে, সৃষ্টির আনন্দে সদা সচল; নিভৃত এক মানুষ, অসাধারণ এক চিত্রকর। তিনি জয়নুল আবেদিনের সহযাত্রী এবং সতীর্থ। বয়সের দিক থেকে কামরুল হাসানের কিঞ্চিৎ জ্যেষ্ঠ। বাংলাদেশের চিত্রকলার ইতিহাসে যাঁর অবদান পথিকৃতের। নিজে প্রচারবিমুখ এবং নিভৃতচারী বলে নিত্য সৃষ্টিশীল হওয়া সত্যেও চিত্রজগতে তাঁকে নিয়ে কোনো আলোচনা হয় কম (৩৩)।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তিনি আরও বলেছেন,

> বাংলাদেশের চিত্রকলাকে আন্তর্জাতিক মানের মর্যাদায় যে ক'জন হাতে গোনা শিল্পী প্রতিষ্ঠা করেছেন সফিউদ্দিন আহমেদ তাঁদেরই একজন। পঞ্চাশের দশকেই তাঁর চিত্র এবং এচিং নিয়ে চিত্রানুরাগী ও বোদ্ধা মহলে ভিন্ন আগ্রহ সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। সেজন্যই বোধ করি ডাকসাইটে শিল্পসমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এসে প্রথমেই খোঁজ নেন সফিউদ্দিনের। কী তাঁর নতুন কাজ, কোথায় তাঁর বাঁক-ফেরা এসব জানতে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন তিনি (৩৩-৩৪)।

সফিউদ্দিন যে নিভৃতচারী এবং প্রচ্ছন্নে থাকা মানুষ, নিজেকে আড়ালে রাখতেই ভালোবাসতেন সে সম্পর্কে মাহমুদ আল জামান-এর 'সফিউদ্দিন আহমেদ' নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক আহমদ নজীর লিখেছেন, 'সফিউদ্দিন আহমেদ সকল কোলাহল থেকে নিজেকে রেখেছেন আড়ালে। মিতবাক, মার্জিত মনের অধিকারী আশি বছরের এই মানুষটি আমাদের শিল্প আন্দোলনকে তাঁর সৃষ্টি, সাধনা ও রুচির দ্বারা সমৃদ্ধ করে চলেছেন' (৭)। মাহমুদ আল জামান শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদকে শুদ্ধাচারী সফিউদ্দিন বলেছেন। গ্যালারী চিত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 'ছাপাই ছবির চার পথিকৃৎ'-এ তিনি লিখেছেন,

> শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ শুদ্ধাচারী তো বটেই, তাঁর মতো শিল্পের নিমগ্ন সাধনা অন্য কোন শিল্পীর মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। এই শিল্পী মানুষটি বহুধা বিস্তৃতি সৃজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিল্পকলার ভূবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর ভেতরে সারাক্ষণ এক অতৃপ্তি বোধ তাড়না করে বলে তাঁর শিল্পবোধ ও সাধনা হয়ে উঠেছে গহনতা সন্ধানী এক ভিন্নধর্মী সৃষ্টি। এই ব্যতিক্রমী শিল্পাদর্শ নিজের

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

ধমনীতে ধারণ করে নিজেই হয়ে উঠেছেন তিনি স্বয়ং এক শিল্প। বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রকলা আন্দোলনে তাঁর মতো কোন তুল্য শিল্পী ব্যক্তিত্ব নেই (সম্পা. মো: জহিরউদ্দীন)।

শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ সৃষ্টির তন্ময়তায় সক্রিয়। ড্রইং করেন, কাজ করেন তাম্রতক্ষণে, চিত্রে এবং ভাবনার বৃত্তে সংযোজিত করেন সৃষ্টির নব মাত্রা।

শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ 'উড এনগ্রেভিং' থেকে শুরু করে ধাতব পাতে এনগ্রেভিং এবং এচিং এ্যাকুয়াটিন্টে কাজ করেছেন। তাঁর হাতে রচিত হয়েছে অসাধারণ সব কালজয়ী চিত্র। 'শিল্পী সফিউদ্দিন দেশের সবচাইতে প্রবীন শিল্পী' ...শুধু ছাপচিত্রেই নয়, তিনি বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলা চর্চার সামগ্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অন্যতম প্রধান নায়ক এবং দেশে ছাপচিত্র চর্চারও প্রবর্তক। ঢাকায় চল্লিশ দশকের শেষে প্রতিষ্ঠিত আর্ট ইনস্টিটিউটে ছাপচিত্রের পূর্নাঙ্গ বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে দেশে শিল্পকলা চর্চার এই দ্বারটি উন্মোচিত হয়। তিনি বিলেত গিয়ে ছাপচিত্রের উচ্চতর লেখাপড়া করে শৈলী এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে একান্তই নিজস্ব একটি ধারা তৈরি করেন। তাঁর ছাপচিত্র ইউরোপের উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীগুলিতে আদৃত। এইসব প্রদর্শনীতে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন বিশ্বের সেরা ছাপচিত্রীদের সাথে। এইভাবে দেশের গন্ডী পেরিয়ে বিশ্বের সমকালীন ছাপচিত্র চর্চার ক্ষেত্রটিতে তিনি নিজে প্রবেশ করেছেন, পরিচিতি আর খ্যাতি লাভ করেছেন যেমন, তেমনি অন্যান্য শিল্পীদেরও অনুপ্রাণিত করেছেন। ছাপচিত্রে তাঁর অবদান অতুল্য। সফিউদ্দিন ছাপচিত্রের আকর্ষণীয় অথচ কঠিনতম রং কালোকে প্রাধান্য দিয়ে এবং কালোতে রস সৃষ্টি করার যে তাঁর ছাপচিত্রিক গুণাবলী দেশে এক সময়ে অন্যদের ছাপচিত্রকেও প্রভাবিত করেছে।

বাংলাদেশের ছাপচিত্রের গোড়াপত্তন হয় চারুকলা শিক্ষালয়ের সূচনার দিকেই এবং একথা অনস্বীকার্য যে, শিল্পী

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

সফিউদ্দিন আহমেদের কলকাতা কেন্দ্রিক ছাপচিত্রী হিসাবে খ্যাতি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। "শিল্পী সফিউদ্দিনের জন্ম ১৯২২ সালে। তাঁর হাতেই বলা যেতে পারে বাংলাদেশের ছাপচিত্র শিল্পের সূচনা। ১৯৪২ সালে কলকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে তাঁর চরুকলা শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৯৪৬ সালে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্ষ সমাপ্ত করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্টে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে চারুকলার প্রতিষ্ঠান গড়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ছাপচিত্র বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। সফিউদ্দিন আহমেদ কলকাতা থাকাকালীন অবস্থায়ই ছাপচিত্রের বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ছাপচিত্রের সকল মাধ্যমেই তাঁর রয়েছে অনন্য দক্ষতা" (রশীদ আমীন ১৫৯-৬০)। তিনি আরো লিখেছেন- 'সফিউদ্দিন আহমেদ ইতিমধ্যেই ছাপচিত্রী হিসেবে সর্ব ভারতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন কুড়িয়েছেন' (১৫৮)। গভর্ণমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টের প্রথম দিকের কয়েকটি বিভাগের মধ্যে ছাপচিত্র বিভাগটিও ছিল। সফিউদ্দিন আহমেদ ও হবিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় শিক্ষা কার্যক্রমের একেবেরে শুরুর দিকে বেশ কিছু ছাত্র কাঠ খোদাইয়ে আকৃষ্ট হন। প্রথম দিকের ছাত্র আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, কাইউম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আব্দুর রাজ্জাক প্রমূখ শিল্পীদের পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকের উডকাট চিত্রের নমুনা পাওয়া যায়। আমিনুল ইসলামের স্মৃতিচারণে উডকাট কিংবা এনগ্রেভিং সম্পর্কিত যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল, সফিউদ্দিন আহমেদের উডকাট ও উড এনগ্রেভিং তখন সবার প্রেরণা ছিল।

ভারত বর্ষের খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে ডঃ আব্দুস সাত্তার 'বাংলাদেশের শিল্পী ও শিল্প' গ্রন্থে লিখেছেন,

> সফিউদ্দিন দেশ বিভাগের পূর্বেই ভারতের একজন খ্যাতিমান শিল্পীর সন্মান লাভ করেছিলেন কারণ ১৯৩৯ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ছাত্রছাত্রীদের কাজের একটি প্রদর্শনীতে সফিউদ্দিন আহমেদ তৃতীয় পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তৃতীয়-চতুর্থ বর্ষ থেকে সুন্দর-সার্থক ড্রইংয়ের জন্য শিক্ষক মহলে মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সালে পর পর দু'বার একাডেমী অব ফাইন আর্টস থেকে পুরস্কার পান। এর মধ্যে প্রথমটি একাডেমী প্রেসিডেন্টের স্বর্নপদক। এরপর ১৯৪৬ সালে দ্বারভাঙ্গা মহারাজা প্রবর্তিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন তিনি। এই বছর তিনি কোলকাতা গবর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্টে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ঐ সালেই প্যারিসের মডার্ন আর্ট মিউজিয়ামে ইউনেস্কো আয়োজিত প্রদর্শনীতে বিশ্বখ্যাত শিল্পী পিকাসো, ব্রাক, মাতিস এবং শাগালসহ বিভিন্ন খ্যাতিমান শিল্পীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে তখন শিল্পী সফিউদ্দিনের জয়জয়কার সর্বত্র। খ্যাতিমান শিল্পী হিসাবে ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যে কোন প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ সমাদৃত। এ সময় আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ অতুল বসু লিখেছেন- নবীন শিল্পীদের মধ্যে সফিউদ্দিন আহমেদ ইতোমধ্যেই ভারত ও বহির্বিশ্বে নিজের জন্য এক মর্যাদার আসন করে নিয়েছেন (৭৪-৭৫)।

মাহমুদ আল জামান তাঁর 'সফিউদ্দিন আহমেদ' গ্রন্থে বলেন,

কলকাতার ভাবনীপুরের পিতৃপুরুষের বাড়িতে ২৩ জুন ১৯২২ সালে সফিউদ্দিন আহমেদের জন্ম। সফিউদ্দিনের বাবার নাম মতিন উদ্দিন আহমেদ। মা বিবি জমিলা খাতুন। বৃহৎ মুসলিম পরিবারে মানুষ হয়েছেন। সফিউদ্দিন আহমেদ হৃদয়ে লালিত এক বৃহৎ স্বপ্ন বুকে নিয়ে ১৯৩৬ সালের ১ জুলাই ভর্তি হলেন কলকাতা গভর্ণমেন্ট স্কুল অফ আর্টে। এই স্কুল থেকে পাস করে বেরুলেন ১৯৪২ সালের ২ এপ্রিল। চারু শিল্পের প্রাথমিক চর্চায় তাঁর মন বসাতে সময় লেগেছিল। এ সময় তিনি কখনও কখনও উন্মনা হয়ে যেতেন। সফিউদ্দিনের এ উন্মনাভাব, কিছুটা উদাসিনতা ক্লাসে তাঁর শিক্ষক শিল্পী

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

> আবদুল মঈনের চোখে ধরা পরেছিল। তিনি কয়েকদিন তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সফিউদ্দিন যে ক্লাসে মন বসাতে পারছেন না তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একদিন শিল্পী মঈন ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ছবি আঁকায় তোমার মন নেই কেন? তিনি বললেন, 'ভালো লাগেনা।' শিক্ষক মঈন বললেন, 'ছুটির দিনে আমার সঙ্গে দেখা করো' (৪৯-৫১)।

শিল্পী আবদুল মঈনের সঙ্গে দেখা করার পরে ছুটির দিনগুলো শিল্পী ও শিক্ষক আবদুল মঈনের সঙ্গে কাটাতেন। তাঁর চিন্তা ও সত্তায় শিল্পী ও শিক্ষক মঈনের প্রভাব নতুন দিক খুলে ধরেছিল। শিল্পচর্চার জন্য নতুন করে তাগিদ অনুভব করলেন। নিজেরও চিন্তার জগতে এক পরিবর্তন ঘটে গেল। চারুকলাকে জানতে হবে, সৃজনশীলতার ভুবনকে স্পর্শ করে অনুভব করতে হবে সৃষ্টির তাৎপর্য কী। এই উপলব্ধি নতুন করে কাজ করলো তাঁর শিল্পীসত্তায় ও শিল্পী-অস্তিত্বে।

সফিউদ্দিন আহমেদ '১৯৩৯ সালে তাঁর মাষ্টার মশাই রমেন চক্রবর্তীর প্রযত্নে প্রথম উড এনগ্রভিং-এ হাত দেন' (সম্পা. মো: জহিরউদ্দীন)। এই মাধ্যমে অফুরন্ত কাজ করেন তিনি; ছাপাই ছবির করণ কৌশল আয়ত্ব ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় সংযোজনের মাধ্যমে তিনি এই জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তাঁর হাত স্ফূর্তি পায়, নানা ধরনের কাঁটাছেড়া করা, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্যে এ সময় থেকে জীবনের গভীরতায় তিনি অবগাহন করেছেন। মানুষ, প্রকৃতি, সমাজ ও পরিপার্শ্ব কোনকিছুই উপেক্ষনীয় হলো না তাঁর চিত্রগুচ্ছে। প্রবলভাবে এবং অফুরন্তভাবে কাজ করেছেন তিনি এ পর্বে; অফুরন্ত কাজের মধ্যদিয়েই তাঁর ধ্যানমগ্ন সাধনা সৃজনী উৎকর্ষে গভীরতা সন্ধানী ও সৃজনকল্লোলিত হয়ে উঠেছিল।

কলকাতা আর্ট কলেজের ডাকসাইটের প্রিন্সিপাল শিল্পী মুকুল দে ও তাঁর প্রানপ্রিয় আরেক শিক্ষক রমেন

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে তিনি ছাপাই ছবির করণ কৌশল শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

> 'মুকুলচন্দ্র-রমেন্দ্রনাথ-সুরেন্দ্রনাথ-বিশ্বরূপ রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে ছাপছবির করণকৌশল বিদেশ থেকে শিখে এসে এদেশে ছাপছবির সৃজনমূলক যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধারাকেই উত্তরসূরি হিসেবে গ্রহণ ও বহন করেছিলেন সফিউদ্দিন, হরেন্দ্রনারায়ণ দাস, মুরলীধর টালি প্রমুখ। এই গুরুশিষ্য পরম্পরাকে সফিউদ্দিন পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রসারিত করেছিলেন। সেই ধারা এখন উপমহাদেশে বহমান' (শোভন সোম ৩০০)।

এই শিক্ষাই তাঁর জীবনে ও মনন সাধনায় বহুমাত্রিক অর্থযোজনা করেছিল। সফিউদ্দিনের ছাপাই ছবির ক্ষেত্রেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উত্তরণ ও সিদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। চল্লিশের দশকের উড এনগ্রেভিং-এ সরল গ্রামীন জীবন ও নিস্বর্গ যে ছাপ রেখে গেছে সেখানে তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন শিল্পের যত্ন, সূক্ষ্ম আবেগ ও আলো ছায়ার সৃষ্টির নিপুন কুশলতা। বিষয় খুব সরল হলেও ভাবনা চিন্তার ছাপ ছিল সর্বত্র। চল্লিশের দশকের ছাপাই ছবিতে ডিটেইল ও প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। প্রতিটি ষ্টোক ভেবে চিন্তে করা। শিল্প ও সৌন্দর্য ধ্যান তাঁর শিল্পিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একাকার হয়ে আছে এ পর্বে। সৌন্দর্য জ্ঞান ও শিল্পরস অর্থময়, ব্যঞ্জনাময় কাব্যগুণমন্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে এই সব ছবিতে।

সফিউদ্দিনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাপছবি ও চিত্রের বিশিষ্টতাকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের জানা জরুরী শিল্পে তাঁর জাগর জিজ্ঞাসার পরিধি কত বৃহৎ এবং বহু বিস্তৃত পথ পরিক্রমার তাঁর ধরন কী। 'দুমকা' শিল্পী সফিউদ্দিনের জীবনে মনান্তরের মর্মপীড়া এবং কলকাতার কোলাহল ও অস্থিরতা থেকে অনেকটাই মুক্তি দিয়েছিল। তিনি 'দুমকায়' প্রথম যান ১৯৩৯ সালে, পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকে এই দুমকাই হয়ে ওঠে তাঁর শিল্পতীর্থ। কারণ কলকাতা শহরের

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

অস্থিরতা থেকে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও শান্তির অন্বেষায় ছুটে যেতেন সহজ সরল মানুষের বিশেষ করে সাঁওতালদের মতো একেবারেই আপন ভোলা মানুষদের আবাসিক এলাকা দুমকায়। চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে তিনি যখন নবীন যুবা, যৌবনের আত্মউন্মেষকে ও আত্মবিকাশের সেই দিনগুলোতে তিনি নিজেকে আবিস্কার করেছিলেন সাঁওতাল পরগণা 'দুমকায়'। নিয়মিত গেছেন তিনি 'দুমকায়'। 'দুমকায়' নিসর্গ, সাঁওতালদের জীবনাচরণ তাঁকে মুগ্ধ ও তাঁর শিল্প সত্তাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল। তিনি 'দুমকায়' অসংখ্য স্কেচ করেন; নিস্বর্গ ও সাঁওতালদের সহজ সরল সাচ্ছন্দ্যভরা জীবন তাঁর সৌন্দর্যে চেতনায় সেসময় নবীন আবেগ সঞ্চার করেছিল। কখনও একা, আবার কখনও বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছেন সেখানে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনও তাঁর সঙ্গী হয়েছেন কখনও কখনও। দুমকার সাধারণ মানুষ এবং অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বনে বহু চিত্রের জন্ম দিয়েছেন তিনি। ড্রাই পয়েন্ট এবং তেল রঙে আঁকা মেঠো পথ, পথের ধারের উন্নতশির দীঘল বৃক্ষের সারি, শালবন সিরিজের দুমকার দৃশ্যাবলী প্রভৃতি অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে কলকাতায় ফিরে এই 'দুমকায়' স্কেচকে অবলম্বন করেই তিনি "উড এনগ্রেভিং" করেন। এই দুমকা পর্বের উড এনগ্রেভিং দিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তিনি শিল্পরসিক ও শিল্প সমালোচকদের। দুমকায় বিষয় ভিত্তিক কাজ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ভারতবর্ষের কলারসিকদের কাছে সেই চল্লিশের দশকেই তিনি খ্যাতিমান হয়েছেন।

বাংলাদেশের ছাপচিত্রের প্রসার ও অগ্রগতিতে সফিউদ্দিনের অবদান অগ্রগণ্য। ১৯৪৫ সালে তিনি অসামান্য কয়েকটি ছাপাই ছবির জন্য ভারতবর্ষের কলারসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিহারের সাঁওতাল পরগণা, দুমকা, শান্তিনিকেতনের আবহ নিয়ে কিছু স্কেচ করেছিলেন। এসব কাজে দৃষ্টি নন্দন আলো ছায়ার বিন্যাস ও সূক্ষ্ম করণ কৌশলে রেখার খুবই অর্থময় ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর ছাপাই ছবিতে রেখার এমন এক অর্থযোজনা করেছেন যা অন্য কোন শিল্পীর ছবিতে দেখা যায় না।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তাঁর এসব কাজগুলো দেখলে হঠাৎ মনে হয় শহর নয়, শহরের কোলাহল নয়, এর থেকে দুরে কোন এক জীবন, যে জীবনের জন্য হাহাকার আমাদের সকলের। কিন্তু একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানেও জীবন সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা। যা সফিউদ্দিন তাঁর ছাপচিত্র মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন।

সফিউদ্দিন ছাপচিত্রকলার সকল বিষয়ে সমান পারদর্শী। এচিং, এ্যাকুয়াটিন্ট, ড্রাই পয়েন্ট, লিথোগ্রাফি সব মাধ্যমেই ছিল তাঁর অবাধ পদচারনা। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কাঠ খোদাইয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে ভালোবাসতেন। তাঁর কাজ ছিল রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন। বিশেষতঃ তাঁর সাঁওতাল পরগণার ছবিগুলো চরিত্রগত ভাবে রোমান্টিক।

সাদা ও কালোর বিপরীত চরিত্র তাঁর কাজে স্বাতন্ত্রের দীপ্তি দিয়েছে। তাঁর নরুনের দক্ষতা ও কাঠের কর্কশতার সঙ্গে বিরোধাভাস তৈরির জন্য বাহ্যতলের অনেক অংশ না কেটে ফ্লাট রেখে দিয়েছেন। শুধু অনিবার্য বিষয়ের পুঙ্খানু পুঙ্খতা অথচ বাহুল্য বর্জন করেছেন নিজের হাতে। দীপ্ত করে তুলেছেন কাঙ্খিত বিষয়টিকে। তিনি প্রথমে কাঠের ছাপচিত্রের একক বা দ্বৈত মুর্তি উদ্ঘাটন এবং নিস্বর্গকে যেমনটি দেখেছেন তমনি ভাবে করার কৌশল আয়ত্ব করেন, পরে রিদমকে প্রাধান্য দিয়ে অলংকরণ প্রক্রিয়ায় কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য একেঁছেন। তাঁর এই অংঙ্কন এতই সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল যে তাঁর কোথাও কোন ছবি অঙ্কন তক্ষণ ও মুদ্রণের গুনে কালো সাদার আলোকচিত্র বলে মনে হয়।

সফিউদ্দিনের উড এনগ্রেভিং গুলোতে প্রকৃতি আর মানুষ পারস্পরিক যথার্থ অনুপাতে বিদ্যমান। তাঁর প্রথম পর্যায়ের ছবিতে গ্রমীন শান্ত জীবন, নিস্বর্গ ইত্যাদি বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। উড এনগ্রেভিং এর পাশাপাশি ধাতু এনগ্রেভিং এর কাজও তিনি করেছেন। আর এই শিক্ষা নিয়েছিলেন লণ্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস এ্যান্ড ক্রাফ্টস-এর এনগ্রেভিং এর প্রধান মিসেস হারমেস ও সেই সময়ের এনগ্রেভারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাত শিল্পী উইলিয়াম হেটারের

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

সান্নিধ্যে থেকে। সফিউদ্দিনের ধাতু এনগ্রেভিং-এ লাইনের সাবলীল ও বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষনীয়। কিছু কাজে এনগ্রেভিং-এর সাথে এ্যাকুয়াটিন্ট ও সফ্টগ্রাউন্ড ব্যবহার করেছেন।

শোভন সোম তার 'সফিউদ্দিন আহমেদ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন,

> 'দেশবিভাগের পর কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের সকল মুসলিম অধ্যাপক পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন, আলি আহসান ও হবিবর রহমান। এ যাবৎ সফিউদ্দিনের পরিচয়ের পরিধি ছিল কলকাতা থেকে দুমকা অবধি। পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ভূপরিচয় তাঁর ছিল না। ঢাকায় এসে তিনি বস্তুত সম্পূর্ণ এক নতুন পরিস্থিতির সন্মুখীন হন' (৩০২)।

ঢাকায় এসে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে যোগ দেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই কলেজের শিক্ষক ছিলেন। ছাপাই ছবিব মেশিনটি দেশবিভাগের সময় ফেলে এসেছিলেন কলকাতায়। ফিরে পাবার পর নবদ্যোমে কাজ শুরু করেন। কলকাতার শিক্ষা ও ছাপাই ছবির অভিজ্ঞতাকে তিনি নিঁপুনতার সাথে কাজে লাগালেন।

১৯৫৬ সনে তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য লণ্ডনে গেলেন। ভর্তি হলেন লণ্ডন সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস এ্যান্ড ক্রাফ্টসে। লণ্ডনের স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ তাঁর শিল্পচৈতন্য ও অভিজ্ঞতায় নব দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। এত-দিন তাম্রতক্ষণে যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এ আরো পরিশীলিত আরও সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী হল। এ ইনস্টিটিউটে শিক্ষা গ্রহণ তাঁর সৃষ্টিতে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছিল। তাম্রতক্ষণের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি ছিল। 'সফিউদ্দিন লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে আসেন ১৯৫৮ সনে; দেশের রাজনৈতিক আবহে সামরিক শাসন জগদ্দল পাথরের

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

মত বসে। লেখনি, বাক ও শিল্পীর স্বাধীনতা খর্ব। গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত। এই পরিস্থিতি তাঁর হৃদয় মনে এক ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তিনি প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে রঙীন ছাপাই ছবি করলেন "বিক্ষুব্ধ মাছ"। সময়ের উত্তাপ বাঙালীর আর্তি ধরা পড়েছে এই ছবিতে। তিনি প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করলেন বটে; কিন্তু এর সর্বকালীন আবেদন সকলকে আন্দোলিত করেছিল' (সম্পা. মো: জহিরউদ্দীন)। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে অসহায়তা, বিপন্নতাকে বিষয় করে তিনি তাম্রতক্ষণে বেশ কিছু কাজ করেছেন। সফিউদ্দিন মুক্তিযুদ্ধের সময়কে প্রত্যক্ষ করেছেন বন্দী জীবন-যাপন করে, কখনো প্রানভয়ে পালিয়ে। এই সময়ের কিছু ড্রইংও আছে তাঁর সংগ্রহে। তাম্রতক্ষণের এই কাজগুলোতে সময় চেতনার ছাপ স্পষ্ট ও মুক্তযুদ্ধের দলিল হয়ে আছে এই চিত্রগুচ্ছ। "একাত্তরের স্মরণে" এই সিরিজেও তাঁর শক্তিমত্তা ও তাঁর শিল্পী অনুভুতি আমাদের জীবন চেতনায় ও আত্মঅন্বেষায় এক প্রতিবিম্ব হয়ে আছে। 'আমাদের কালের বড়ো মাপের এই চিত্রকর বহুস্তরের কাজ দ্বারা আমাদের আধুনিক চিত্রকলার ভুবন ও সাংস্কৃতিক মনোভূমিকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের চিত্রকলাকে আন্তর্জাতিক মানের মর্যাদায় যে ক'জন হাতে গোনা শিল্পী প্রতিষ্ঠিত করেছেন শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ তাঁদেরই একজন' (সম্পা. মো: জহিরউদ্দীন)।

সফিউদ্দিন আহমেদ পরবর্তীতে বাস্তব জীবনের পরম্পরায় পাশাপাশি বিমূর্ত ধারায় কাজ করতে আগ্রহী হন এবং এতে তাঁর মনের অভিব্যক্তি সুন্দর ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন, যার পশ্চাতে ছিল বাস্তব ধারায় কাজের অভিজ্ঞতা। তাঁর এসময়ের কিছু কাজ হলো- 'হলুদ জাল', 'বন্যায় ভাসমান গ্রাম', 'নেমে যাওয়া বান', 'মাছ ধরার সময়' ইত্যাদি। এসময়ের ছবিগুলোর মধ্যে তিনি আত্মগত ও বস্তুগত উভয়দিকের সীমানাটি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পরিবেশ নদী, মাছ, নৌকা, জল তাঁকে প্রভাবিত করেছে শুরু থেকেই। কিন্তু উপরিতলের বা বহিঃরূপের ব্যঞ্জনায় তিনি সন্তুষ্ট থাকতে চাননি। তাই তাঁর কাজ প্রতীকি বিমূর্ততায় পর্যবশিত হয়। মাছ, জাল, নদী নিয়ে করা

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

কাজগুলো তাঁকে বাংলাদেশের সমকালীন ছাপচিত্রীদের মধ্যে বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলির মধ্যে নীলের নিনাদ, প্রকৃতির সঙ্গীত, রিদম অব লাইন, একুশে স্মরণে, নীল জল, বন্যা, মাছ ও জাল, লাল ও সবুজ সর্বতের দোকান, মাছ ধরার জাল, প্যারিসে বইয়ের দোকান, মাছ ধরা, ধান ঝাড়া, হলুদ জাল, বিক্ষুব্ধ মাছ, সেতু পারাপার, মাছ ধরার সময়, কান্না, গুণটানা, নেমে যাওয়া বান, মেলার পথে, সাঁওতাল রমণী, শান্তিনিকেতনের দৃশ্যপট প্রভৃতি সার্থক চিত্রাবলী। তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর শিল্পের উদ্যানে তিনি এক প্রভাবসঞ্চারী চিত্রী হয়ে থাকবেন ও শিল্পের ভুবনে রসসিঞ্চন করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যে দেশের কথা বলেছেন সেই দেশ, দেশের মানুষের সুখ, দুঃখ ও আনন্দ বেদনার মহৎ শিল্পী হয়েও থাকবেন আজ নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। শিল্প জগতের মুকুটহীন সম্রাট ছাপচিত্রের পথিকৃৎ এই মহান শিল্পী ২০১২ সালের ২০ মে সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলার মায়া ছেঁড়ে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তথ্য সূত্র

আমীন, রশিদ। 'ছাপচিত্র', *'চারু ও কারুকলা'*। সম্পা., লালা রুখ সেলিম। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি: ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৭। পৃ: ১৪৯-১৭৪। প্রিন্ট।

জামান, মাহমুদ আল। 'পরিপূর্ণ এক শিল্পী মানুষ', *সফিউদ্দিন আহমেদ'*। সম্পা., সুবীর চৌধুরী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী: ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০২। পৃ: ৩৩-৭০। প্রিন্ট।

জামান, মাহমুদ আল। 'শিল্পী ও শুদ্ধাচারী সফিউদ্দিন: তাঁর ছাপাই ছবি', *ছাপাই ছবির চার পথিকৃৎ*। সম্পা., মোঃ জহিরউদ্দিন। গ্যালারী চিত্রক: ঢাকা, ০১ আগস্ট ২০০৩। প্রিন্ট।

সাত্তার, আব্দুস। 'শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ', *বাংলাদেশের শিল্পী ও শিল্প*। আজমাইন পাবলিকেশন্স: ঢাকা, নভেম্বর ২০১২। পৃ: ৭৩-৭। প্রিন্ট।

সোম, শোভন। 'সফিউদ্দিন আহমেদ', 'প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা', *চারু ও কারুকলা*। সম্পা., লালা রুখ সেলিম। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি: ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৭। পৃ: ২৯৮-৩০৯। প্রিন্ট।